প্রথম আলো

তারিখ ...২৬ MAY ২০১০...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ......

সরকারি চাকুরের জন্য 'শিক্ষা সহায়তা ভাতা'

শ্যামল সরকার ●

সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য 'শিক্ষা সহায়তা ভাতা' চালু করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারে যদি এক সন্তান থাকে, তবে প্রতি মাসে সেই পরিবার পাবে ২০০ টাকা। আর দুই সন্তান থাকলে পাবে ৩০০ টাকা। দুই সন্তানের অধিক পরিবার কোনো সহায়তা পাবে না। আগামী ১ জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। প্রতি মাসের বেতনের সঙ্গে এই টাকা পরিশোধ করা হবে।

যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী এই সুযোগ নেবেন, তাঁদের শিশুর জন্মনিবন্ধন সনদ ও বিদ্যালয়ের প্রধানের প্রত্যয়নপত্রের প্রয়োজন হবে।

গতকাল মঙ্গলবার অর্থ বিভাগ থেকে সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়। এতে বলা হয়, ২০০৯ সালে ঘোষিত জাতীয় বেতনকাঠামোয় বিবেচিত সব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই সুবিধা পাবেন। সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী, পুলিশসহ বেসামরিক প্রশাসনের সবাই এই কর্মসূচির আওতায় থাকবেন।

জানতে চাইলে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে প্রথম আলোকে বলেন, প্রথম মাসে টাকা দেওয়ার পর জানা যাবে, কী পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হবে। কারণ প্রতি মাসেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরকারি চাকুরের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা কমবেশি হয়ে থাকে। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা কর্মরত।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রথম আলোকে বলেন, নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে এই সিদ্ধান্ত উৎসাহ জোগাবে। এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখা গেলে এর বহুমুখী সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করেন তিনি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু আলম শহীদ খান প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিটি সন্তানকে বিদ্যালয়ে নেওয়া এবং ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়ে ফেরাতে এই সিদ্ধান্ত কিছুটা হলেও কাজে লাগবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব আবদুল আজিজ বলেন, অংকের বিবেচনায় টাকার পরিমাণ কম মনে হতে পারে। কিন্তু শুরু করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ অবশ্য বিষয়টিকে দেখছেন অন্যভাবে। তিনি বলেন, প্রয়োজন হচ্ছে বেশি সংখ্যায় সরকারি ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা, যাতে সরকারি চাকুরেদের সন্তানেরা সেখানে ভর্তি হয়ে ভালো মানের শিক্ষা নিতে পারে। যেমন সেনাবাহিনীর নিজস্ব বিদ্যালয় থাকায় সেসব জায়গায় ভালো মানের শিক্ষা হয়।

মোজাফফর আহমদের মতে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এই ভাতা দেওয়া হয়। বছরে শিক্ষা খরচ যে হারে বাড়ছে বা হচ্ছে, সে হিসাবে এটি কিছুই নয়। বই, খাতা, টিফিন, বেতন—সবকিছু হিসাব করলে দেখা যাবে, এই অর্থ কোনো কাজেই আসছে না। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে এটি করা হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।